

রাকী ফয়সাল আহমেদ সাবিত

(Raqi Faisal Ahmed Sabit)

এমবিবিএস শিক্ষার্থী, কুমিল্লা মেডিকেল কলেজ

আল কুরআন রুকইয়াহ হিলিং সেন্টার

জিলহজ মাস বা বিশেষ সময়ে যাদু নবায়নের ৩টি ভয়ংকর লক্ষণ এবং প্রতিকার

এই পবিত্র দিনগুলোতে (যেমন জিলহজ মাস বা অন্যান্য ইবাদতের সময়) কিছু মানুষের ক্ষেত্রে রুকইয়াহ বা ইবাদতে হঠাৎ করে মারাত্মক বাধা দেখা দেয়। ভিডিও বিশ্লেষণ অনুযায়ী, শয়তান বা জাদুকরেরা এই পবিত্র সময়ে যাদু নবায়ন করার চেষ্টা করে। নিচে এর ৩টি প্রধান লক্ষণ উল্লেখ করা হলো:

১. পুরনো লক্ষণগুলোর তীব্রভাবে ফিরে আসা:

যে সমস্যাগুলো থেকে আপনি সুস্থ হয়ে উঠেছিলেন বা কমে গিয়েছিল, তা হঠাৎ করে খুব জোরালোভাবে ফিরে আসা।

যেমন- হঠাৎ করে খুব ভয়ংকর দুঃস্বপ্ন দেখা, বিশেষ করে রাত ২টা থেকে ৪টার মধ্যে হঠাৎ দুঃস্বপ্ন দেখে জেগে ওঠা।

বুকে তীব্র চাপ অনুভব করা এবং ইবাদতের প্রতি চরম অনীহা সৃষ্টি হওয়া। মাথা, কাঁধ বা কোমরের নিচে হঠাৎ ভারী অনুভব হওয়া।

হঠাৎ করে একদিন বা দুইদিনের মধ্যে মনে হবে যেন সবকিছু আবার আগের মতো খারাপ হয়ে গেছে। বিশেষ করে যদি এর সাথে ভুতুড়ে জায়গা, ক্ষতিকর প্রাণী, নোংরা পানি, অন্ধকার বা কেউ ধাওয়া করছে এমন স্বপ্ন বেশি দেখেন।

২. অল্প সময়ে রিষিক ও কাজে হঠাৎ বাধাবিপত্তি:

সবকিছু ঠিকঠাক চলার পরও হঠাৎ করে কাজে বাধা আসা, রিষিকের পথ বন্ধ হওয়া বা কোনো গুরুত্বপূর্ণ কাজে বাধা পড়া।

ঘরে তীব্র কলহ ও অশান্তি সৃষ্টি হওয়া এবং বিয়ে বা সফরের কাজে আকস্মিক জটিলতা দেখা দেওয়া।

মনোযোগ নষ্ট হওয়া এবং সবকিছুর উপর হঠাৎ করে এক ধরনের চাপ চলে আসা। অনেক সময় মনে হয় এটা শুধু মানসিক, কিন্তু এটা শক্তিশালী হাসাদ বা জাদুর প্রভাব হতে পারে।

৩. রুকইয়াহ বা যিকিরের সময় তীব্র শারীরিক প্রতিক্রিয়া:

সারাদিন ভালো থাকলেও যিকির বা রুকইয়াহ অডিও শুনলেই তীব্র হাই ওঠা, বুক ধড়ফড় করা, হঠাৎ ঘুম পাওয়া।

শরীরে অদ্ভুত গরম বা ঠান্ডা অনুভব করা এবং মাথা ও চোখে তীব্র ভার বা চাপ অনুভব করা, মেজাজ খারাপ হওয়া।

মনে হয় যেন কোনো কিছু যিকিরে বা রুকইয়াহতে বাধা দিচ্ছে। রুকইয়াহতে উন্নতি হওয়ার পর হঠাৎ এই প্রতিক্রিয়া জাদু নবায়ন বা নতুন আক্রমণের লক্ষণ হতে পারে।

এর থেকে বাঁচার উপায় ও আমল

১. التحصين (নিজেকে সুরক্ষিত রাখা): বেশি বেশি সকাল-সন্ধ্যার আমলগুলো জোরে জোরে পড়ুন।

২. সূরা বাক্বারাহ ও সূরা ইয়াসিন: প্রতিদিন সূরা বাক্বারাহ এবং সূরা ইয়াসিন তেলাওয়াত করুন বা শুনুন।

৩. সূরা ফালাক, নাস ও আয়াতুল কুরসী: প্রতিদিন নিয়মিত সূরা ফালাক, সূরা নাস এবং আয়াতুল কুরসী বারবার পড়ুন।

৪. রুকইয়াহ অডিও বা আযান: প্রতিদিন ঘরে অন্তত ২-৩ ঘণ্টা রুকইয়াহ অডিও বা আযান চালিয়ে রাখুন, এতে ঘর থেকে শয়তান দূর হবে।

৫. সূরা আত-তারিক: ঘুমানোর আগে ২ বা ৩ বার সূরা আত-তারিক তেলাওয়াত করুন।

৬. বেশি বেশি তাকবীর পাঠ: এই দিনগুলোতে বেশি বেশি তাকবীর পাঠ করুন।

৭. পড়া পানি পান করা: পানিতে সূরা ফাতিহা (৭ বার), আয়াতুল কুরসী, সূরা বাক্বারাহ এর শেষ ২ আয়াত, সূরা ফালাক এবং সূরা নাস পড়ে ফুঁ দিয়ে সেই পানি প্রতিদিন পান করুন।

৮. ভয় না পাওয়া: যাদু বা শয়তান ভয়ের উপর নির্ভর করে। আপনি যত বেশি আল্লাহর উপর ভরসা করবেন, তাদের প্রভাব তত কমে যাবে। ভয়, আতঙ্ক এবং অতিরিক্ত চিন্তা থেকে দূরে থাকুন।

৯. নেক আমল বেশি করা: বেশি বেশি ইস্তিগফার, সদকাহ এবং দুআ করুন। এই পবিত্র দিনগুলো ভয়ের নয়, বরং রহমত, বরকত ও আল্লাহর নৈকট্য লাভের দিন।

Source: ثلاث علامات خطيرة تدل أنهم جددوا لك السحر في أيام ذي الحجة... انتبه قبل فوات الأوان | مدينة العلم | فواز الأسود

To take paid consultancy and guideline:

Page - **Raqi Faisal Ahmed Sabit**

Telegram - **Raqi Faisal Ahmed Sabit (Official)**

for all pdfs and audios